[২০১৯] ১৪এস.সি.আর. ১০৮১

মেসার্স অ্যালকেম ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড

বনাম

মধ্য প্রদেশের রাজ্য এবং অন্যান্য

(২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৭৯৮)

নভেম্বর ২৯,২০১৯

[বিচারপতিদয় মোহন এম শান্তনগৌদার এবং কৃষ্ণ মুরারি]

খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪: s.২০A_-প্যাক করা খাদ্য সামগ্রীর বিপণনকারী আপিলকারীর প্রয়োগ। 'চিনিহীন জেলি'-উক্ত খাদ্য সামগ্রীটি একটি পৃথক সংস্থা দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল-প্রসিকিউশন মামলা ছিল যে ফুড ইন্সপেক্টর নং ২ পরীক্ষার জন্য খুচরো বিক্রেতার কাছ থেকে জেলির প্যাক করা জার কিনেছিলেন-পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদন অনুসারে, জেলির নমুনায় চিনি ছিল এবং তাই এটি ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত ছিল-খুচরো বিক্রেতা একটি রসিদ দেখিয়েছিলেন যে জেলি আবেদনকারীর কাছ থেকে কেনা হয়েছিল-উত্তরদাতা নং দ্বারা দায়ের করা অভিযোগ। ২ ধারা ৬ (এল) (এ) (ii) আর/ডাব্লু এস ২ (ix) (জি) এবং ৭ (এইচ) এর অধীনে ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত খাদ্য সামগ্রী বিক্রির অপরাধের জন্য-বিচার চলাকালীন, প্রসিকিউশন সাক্ষী বন্ধ করার পরে, খুচরা বিক্রেতা নিজেকে ধারা ৩১৫ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে প্রতিরক্ষার সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে, খুচরো বিক্রেতা আবেদনকারীকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করার জন্য ধারা ২০এ-এর অধীনে একটি আবেদন করেছিলেন, যা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল-তাত্ক্ষণিক আবেদনে, আপিলকারীর আবেদন ছিল যে ধারা ২০এ-এর অধীনে অভিযোগ দায়েরের আবেদন খুচরো বিক্রেতার দ্বারা করা যায়নি-অনুষ্ঠিতঃ আবেদনটি টেকসই নয়-১৯৫৪ সালের আইনের বিধানগুলি স্পষ্টভাবে একটি খাদ্য সামগ্রীর 'বিক্রেতা' এবং 'প্রস্তুতকারকের' মধ্যে পার্থক্য করে-s.২০A-এর উদ্দেশ্য হল এফ যাতে আদালত খাদ্য সামগ্রীর বিক্রেতার বিচারের সময় প্রস্তুতকারক বা পরিবেশককে জড়িত করতে সক্ষম হয়, যাতে সরবরাহ শৃঙ্খলার সমস্ত পর্যায়ে ভেজাল সনাক্ত ও শাস্তি দেওয়া যায়।

খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪: ধারা ২ (iএ) এবং ধারা ২ (ix)-ভেজাল এবং ভুল ব্র্যান্ডিং-১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ২ (iএ)-এর তুলনা যা 'ভেজাল' এবং ধারা ২ (ix)-এর সংজ্ঞা দেয় যা ভুল ব্র্যান্ডিং সংজ্ঞায়িত করে, তা দেখায় যে দুটি বিধানের মধ্যে একটি ওভারল্যাপ রয়েছে-ধারা ২ (iএ) (এ) 'ভেজাল' সংজ্ঞার মধ্যে এমন একটি মামলা অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে একটি খাদ্য সামগ্রী 'প্রকৃতি, পদার্থ বা মানের নয় যা এটি উদ্দেশ্য করে বা প্রতিনিধিত্ব করে'-অন্যদিকে।

ধারা ২(i)(ix)(জি) 'মিসব্র্যান্ডেড' সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে প্যাকেজের লেবেলটিতে উপাদান বা এতে থাকা পদার্থ সম্পর্কিত কোনও বিবৃতি, নকশা বা যন্ত্র রয়েছে, যা কোনও নির্দিষ্ট উপাদানে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর; অথবা যদি প্যাকেজটি তার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অন্যথায় প্রতারণামূলক হয়।

খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪: এস. এল. এল.-অভিযুক্তকে পূর্ব নোটিশ-অনুষ্ঠিতঃ ১৯৫৪ সালের আইনের আওতায় অভিযুক্তকে পূর্ব নোটিশ দিতে হবে, যেমন এস-এর অধীনে দেওয়া হয়েছে। ধারা ১১, পাবলিক অ্যানালিস্ট রিপোর্ট তৈরি করার আগে তাদের তৈরি এবং/অথবা বিক্রি করা কোনও খাদ্যদ্রব্যের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে-১৯৫৪ সালের আইনে বর্তমান মামলার মতো পরিস্থিতি কল্পনা করা হয়নি যেখানে নমুনাটি বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়, এবং পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্টও প্রস্তুত করা হয়, তবে বিপণনকারীকে কয়েক বছর পরে জানানো হয় যে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করা হয়েছে-এই সময়ের মধ্যে, পচনশীল প্রকৃতির খাদ্যদ্রব্য সম্ভবত কেন্দ্রীয় পি ল্যাবরেটরিতে পুনরায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো অক্ষম হবে।

খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪: ধারা ১৩(১) থেকে (৩) – ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে জেলির নমুনা কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার দ্বারা পরীক্ষা করানোর অধিকার অস্বীকার করা হলে, তা কি ভুল ব্র্যান্ডিং বা মিথ্যা নামাঙ্কনের অপরাধে আপিলকারীর বিরুদ্ধে চলমান আইনি কার্যক্রম বাতিল করার ভিত্তি প্রদান করবে? – যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা নামাঙ্কন প্রমাণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন কিন্তু ভেজালের কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়নি, সেখানে পদ্ধতিটি কী হবে? – রায় দেওয়া হয়েছে: প্রসিকিউশন বা রাষ্ট্রপক্ষের জন্য একদিকে 'মিথ্যা নামাঙ্কন' প্রমাণ করতে ধারা ১৩(১)-এর অধীনে পাবলিক অ্যানালিস্ট বা সরকারি বিশ্লেষকের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করা এবং অন্যদিকে ধারা ১৩(২) ও ১৩(৩) অনুযায়ী অভিযুক্তকে সেই প্রতিবেদন চ্যালেঞ্জ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা—এই যুক্তিতে যে এটি 'ভেজাল'-এর মামলা নয়—তা অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ধারা ১৩(২)-এ উল্লেখিত 'ভেজাল' শব্দটিকে 'মিথ্যা নামাঙ্কন' হিসেবেও গণ্য করতে হবে, যদি তা সংশ্লিষ্ট খাদ্যবস্তুর উপাদান সম্পর্কিত হয় এবং ধারা ১৩-এর সংশ্লিষ্ট উপধারাগুলো সম্পূর্ণভাবে পালন করতে হবে। সুতরাং, যেখানে খাদ্যবস্তুর উপাদান পরীক্ষা করা 'মিথ্যা নামাঙ্কন' বা ভুল ব্র্যান্ডিং-এর অপরাধ প্রমাণের জন্য অপরিহার্য, সেখানে 'ভেজাল'-এর অভিযোগ থাকুক বা না থাকুক, ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ১১ থেকে ১৩-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে ধারা ১৩(২)-এর অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার থেকে দ্বিতীয় মতামত নেওয়ার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। সেই.

১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে নির্ধারিত অন্য যে কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে একই পরীক্ষা প্রযোজ্য হবে-সংবিধির ব্যাখ্যা।

খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪: ধারা ২ (ix) (জি)-ভুল ব্র্যান্ডিং-প্যাকেজিংয়ের উপর লেবেল যে জেলি 'চিনিহীন'-পাবলিক বিশ্লেষকদের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে উত্তরদাতাদের মামলা যে জেলিতে 'চিনি/সুক্রোজ' রয়েছে-আবেদনকারী ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ১৩ (২) এর অধীনে সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি দ্বারা জেলির নমুনা পরীক্ষা করার অধিকারী ছিলেন কিনা-অনুষ্ঠিতঃ জেলির নমুনায় 'চিনি' একটি উপাদান হিসাবে উপস্থিত রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে পাবলিক বিশ্লেষকের অনুসন্ধান আপিলকারীর বিরুদ্ধে 'ভুল ব্র্যান্ডিং'-এর অপরাধ প্রমাণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ-সুতরাং, আপিলকারীকে জেলির নমুনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি থেকে দ্বিতীয় মতামতের জন্য এস ১৩ (২) এর অধীনে আবেদন করার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

সংবিধির ব্যাখ্যাঃ একটি দণ্ডবিধির মধ্যে অস্পষ্টতা-এটি সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নিষ্পত্তি নীতি যে কোনও দণ্ডবিধির কোনও অস্পষ্টতা অভিযুক্তের পক্ষে ব্যাখ্যা করতে হবে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত বলে

আদেশানুসারেঃ ১. কোনও খুচরো বিক্রেতার দ্বারা ২০এ ধারার অধীনে কোনও আবেদন করা যেত না বলে আপিলকারীর যুক্তি বিভ্রান্তিকর। ১৯৫৪ সালের আইনের বিধানগুলি কোনও খাদ্য সামগ্রীর 'বিক্রেতা' এবং 'প্রস্তুতকারকের' মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করে। ২০এ ধারার উদ্দেশ্য হল আদালতকে খাদ্য সামগ্রীর বিক্রেতার বিচারের সময় প্রস্তুতকারক বা পরিবেশককে জড়িত করতে সক্ষম করা, যাতে সরবরাহ শৃঙ্খলার সমস্ত পর্যায়ে ভেজাল সনাক্ত ও শাস্তি দেওয়া যায়। স্বীকার করা যায়, খুচরো বিক্রেতা এবং আপিলকারীকে একটি যৌথ বিচারে বিচার করার উদ্দেশ্যে প্রসিকিউশনকে প্রমাণ করতে হতে পারে যে, তারা একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নিয়েছে যে ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত জেলি খাদ্য হিসাবে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো উচিত। তবে, এই প্রশ্নটি ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের অপরাধের জন্য আপিলকারীকে নিছক প্ররোচিত করার পর্যায়ে দেখার দরকার নেই। [অনুচ্ছেদ ৫] [১০৯০-ডি-এফ]

ভগবান দাস জগদীশ চন্দর বনাম দিল্লি প্রশাসন (১৯৭৫) ১ এস. সি. সি ৮৬৬: [১৯৭৫] সম্পূরক. এস. সি. আর ৩০-নির্ভরশীল।

২. ১৯৫৪ সালের আইনের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবরণীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এটি কার্যকর হওয়ার আগে, এর ভেজাল প্রতিরোধের বিষয়ে অসংখ্য রাজ্য আইন ছিল।

খাদ্যদ্রব্য কিন্তু এগুলিতে অভিন্নতার অভাব ছিল। তাই একটি কেন্দ্রীয় আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি অভিন্ন পদ্ধতি এবং একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগার গঠনের ব্যবস্থা করতে পারে যেখানে বিতর্কিত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মতামতের জন্য খাদ্যের নমুনা পাঠানো যেতে পারে। '[অনুচ্ছেদ ৬] [১০৯১-বি]

৩. ধারা ১১-এ বিশ্লেষণের জন্য খাদ্যের নমুনা নেওয়ার সময় খাদ্য পরিদর্শকদের অনুসরণ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পদ্ধতির প্রথম ধাপটি অবিলম্বে ঘটনাস্থলে অবহিত করা, কেবল বিক্রেতাকেই নয়, সেই ব্যক্তিকেও যার বিবরণ ১৪এ ধারার অধীনে প্রকাশ করা হয়েছে (যার মধ্যে আপিলকারীর মতো একজন পরিবেশক/বিপণনকারী অন্তর্ভুক্ত থাকবে), যে একটি নমুনা বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হচ্ছে। নমুনাটি তখন তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়-যখন প্রথম অংশটি পাবলিক অ্যানালিস্টের কাছে পাঠানো হয়, অন্য দুটি অংশ স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করা হয় যদি প্রথম অংশটি হারিয়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৫৪ সালের আইনের ১৩ নং ধারায় পাবলিক অ্যানালিস্ট তাদের প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পরে পরবর্তী পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। অতএব, ১৩ নং ধারার উদ্দেশ্য হল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া, যাদের বিরুদ্ধে পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়, যাতে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার দ্বারা প্রাসঙ্গিক খাদ্যের নমুনা আবার পরীক্ষা করা যায়। যেহেতু কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের প্রতিবেদনে পাবলিক অ্যানালিস্টের চেয়ে অগ্রাধিকার থাকবে, তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ফৌজদারি কার্যধারা থেকে অব্যাহতি দাবি করার এটি একটি মূল্যবান সুযোগ। ১৯৫৪ সালের আইনের পরিকল্পনার অধীনে, অভিযুক্তদের ধারা ১১-এর অধীনে প্রদত্ত পূর্ব বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে যে, পাবলিক অ্যানালিস্ট তাদের প্রতিবেদন প্রস্তুত করার আগে তাদের তৈরি এবং/অথবা বিক্রি করা খাদ্যদ্রব্যের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। ১৯৫৪ সালের আইনে তাৎক্ষণিক মামলার মতো পরিস্থিতি কল্পনা করা হয়নি যেখানে নমুনাটি বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয় এবং পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনও প্রস্তুত করা হয়, তবে বিপণনকারীকে কয়েক বছর পরে জানানো হয় যে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে, পচনশীল প্রকৃতির খাদ্যদ্রব্য সম্ভবত কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে পুনরায় পরীক্ষার জন্য পাঠাতে অক্ষম হবে। [অনুচ্ছেদ ৬,৭। [১০৯১-ই-জি; ১০৯২-এফ-এইচ; ১০৯৩-এ-বি]

দিল্লি পুরনিগম বনাম ঘিসা রাম, এ. আই. আর ১৯৬৭ এস. সি ৯৭০; গিরিশভাই দহিয়াভাই শাহ বনাম সি. সি. জানি (২০০৯) ১৫ এস. সি. সি ৬৪: [২০০৯] ১২ এস. সি. আর ২২৯-এর উপর নির্ভর করেছিল।

৪. ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ২ (আই. এ) যা 'ভেজাল'-কে সংজ্ঞায়িত করে এবং ধারা ২ (আই. এস) যা 'মিসব্র্যান্ডেড'-কে সংজ্ঞায়িত করে, তার তুলনা করলে দুটি বিধানের মধ্যে একটি ওভারল্যাপ রয়েছে। [আনুচ্ছেদ ৭] [১০৯৩-ই]

৫. তারপর যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল, যে ক্ষেত্রে 'ভুল ব্র্যান্ডিং' প্রমাণ করার জন্য প্রাসঙ্গিক খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন, কিন্তু 'ভেজালের' সংশ্লিষ্ট অভিযোগ করা হয়নি, সেই ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে? দুর্ভাগ্যবশত ধারা ১৩ (২) এই বিষয়ে নীরব। এটি বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার একটি স্থির নীতি যে দণ্ডবিধির কোনও অস্পষ্টতা অভিযুক্তের পক্ষে ব্যাখ্যা করতে হবে। একদিকে 'ভুল ব্র্যান্ডিং'-এর অপরাধ প্রমাণের জন্য ধারা ১৩ (১)-এর অধীনে পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করা রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক এবং অন্যদিকে দাবি করা যে অভিযুক্তরা ধারা ১৩ (২) এবং ১৩ (৩) অনুসারে উক্ত প্রতিবেদনকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকারের সদ্ব্যবহার করতে পারে না কারণ এটি 'ভেজালের' ঘটনা নয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ধারা ১৩ (২)-এর 'ভেজাল' শব্দটিকে 'ভুল ব্র্যান্ডিং' অন্তর্ভুক্ত হিসাবে পড়তে হবে যতদূর পর্যন্ত এটি সংশ্লিষ্ট খাদ্য সামগ্রীর উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত, এবং ধারা ১৩-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে। অতএব, যেখানে খাদ্যদ্রব্যের বিষয়বস্তু/উপাদানগুলির পরীক্ষা অপরাধ 'ভুল ব্র্যান্ডিং' প্রমাণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেখানে ১৯৫৪ সালের আইনের ১১-১৩ ধারার অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে, 'ভেজালের' অভিযোগ করা হোক বা না হোক। এর মধ্যে ১৩ (২) ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার থেকে দ্বিতীয় মতামত পাওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অপরাধ প্রমাণ করার জন্য যদি খাদ্যদ্রব্যের নমুনা নেওয়ার প্রয়োজন না হয় তবে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। [অনুচ্ছেদ ৮] [১০৯৪- সি-এইচ]

৬.১. তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে উপরোক্ত পরীক্ষাটি প্রয়োগ করে, এটি দেখতে হবে যে প্রথমে, আপিলকারী ধারা ১৩ (২) এর অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার দ্বারা জেলির পরীক্ষার জন্য আবেদন করার অধিকারী ছিলেন কিনা; দ্বিতীয়ত, অধিকার অস্বীকার করা উত্তরদাতাদের দোষ ছিল কিনা এবং তৃতীয়ত, এই ধরনের অস্বীকার আপিলকারীর মামলার পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট কিনা। প্রথম পয়েন্টের ক্ষেত্রে, উত্তরদাতারা পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করেছেন যা বলে যে জেলিতে 'চিনি/সুক্রোজ' রয়েছে, যাতে ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ২ (ix) (জি) এর অধীনে ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য অভিযোগ দায়ের করা যায়।

এটি কারণ প্যাকেজিংয়ের লেবেল দাবি করে যে জেলি 'চিনিহীন'। অতএব, জেলির নমুনায় 'চিনি' একটি উপাদান হিসাবে উপস্থিত রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে পাবলিক অ্যানালিস্টের অনুসন্ধান আপিলকারীর বিরুদ্ধে 'ভুল ব্র্যান্ডিং' অপরাধ প্রমাণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, আপিলকারীর জেলির নমুনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার থেকে দ্বিতীয় মতামতের জন্য ধারা ১৩ (২) এর অধীনে আবেদন করার সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। [অনুচ্ছেদ ৯] [১০৯৫-বি-ডি]

৬.২ দ্বিতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় নম্বর বিক্রেতা খুচরো বিক্রেতার কাছে জেলির বিপণনকারী সম্পর্কে প্রশ্ন না করে ভুল করেছিলেন, যেমনটি তিনি ১৯৫৪ সালের আইনের ১৪এ ধারার অধীনে করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। যদি তিনি তা করতেন, তবে আপিলকারীকে ২০০৮ সালেই অবহিত করা যেত যে জেলিকে বিশ্লেষণের জন্য নেওয়া হচ্ছে। এমনকি যদি এই ত্রুটিটি ক্ষমা করা হয়, একবার খুচরো বিক্রেতা উত্তরদাতাদের অবহিত করে যে আপিলকারী জেলির বিপণনকারী ছিলেন, তাদের আরও প্রচেষ্টা করা উচিত ছিল ধারা ১৩ (২) অনুসারে জেলির নমুনায় পাওয়া কথিত অনিয়মের বিষয়ে আপিলকারীকে অবহিত করার জন্য। উত্তরদাতাদের জমা দেওয়ার মধ্যে কোনও যোগ্যতা নেই যে আপিলকারীকে অবহিত করতে বিলম্ব হয়েছিল কারণ আপিলকারী ইচ্ছাকৃতভাবে নোটিশ পরিষেবা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি খুচরো বিক্রেতার দ্বারা উপস্থাপিত ঠিকানাটি আপিলকারীর ইন্দোর শাখার হলেও, জেলির প্যাকেজিংয়ের লেবেলটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে যোগাযোগের জন্য সরকারী ঠিকানা হবে "অ্যালকেম হাউস,... মুম্বাই"... তাই ইন্দোর শাখা থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া না পেলেও, উত্তরদাতারা আপিলকারীর মুম্বাই ঠিকানায় পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্টের বিশদ বিবরণ পাঠানোর চেষ্টা করতে পারতেন। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে আপিলকারী উত্তরদাতাদের অবহেলার কারণে ধারা ১৩ (২) এর অধীনে জেলি নমুনা পুনরায় পরীক্ষা করার সুযোগ হারিয়েছিলেন। পরিশেষে, তৃতীয় পয়েন্টের ক্ষেত্রে, এটি সত্য যে ধারা ১৩ (২) মেনে চলা প্রতিটি ক্ষেত্রে মারাত্মক হবে না, যদি এটি খুঁজে পায় যে নমুনাটি এখনও বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত। তবে উত্তরদাতারা বিতর্ক করেননি যে জেলির নমুনার বালুচর জীবন সম্ভবত এই পর্যায়ে শেষ হয়ে যাবে। অতএব এটি ধারা ১৩ (২) এর অধীনে তাদের মূল্যবান অধিকার অস্বীকার করার কারণে আপিলকারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করার জন্য উপযুক্ত মামলা। বিতর্কিত রায় এবং আবেদন আদেশটি বাতিল করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০] [১০৯৫-ই-এইচ; ১০৯৬-এ-সি]

টি. ভি. উসমান বনাম খাদ্য পরিদর্শক, তেল্লিচেরি পৌরসভা, এ তেল্লিচেরি (১৯৯৪) ১ এসসিসি ৭৫৪-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলা আইন রেফারেন্স

[১৯৭৫] সম্পূরক। এস. সি. আর ৩০	উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ৫
এ. আই. আর ১৯৬৭ এস. সি ৯৭০	উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ৭
[২০০৯] ১২ এস. সি. আর. ২২৯	উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ৭
[১৯৯৪] এস. সি. সি. ৭৫৪	উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ৯

ফৌজদারি আবেদনের বিচারের উপর নির্ভর করেছিলঃ ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৭৯৮

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের <আই. ডি. ৩> তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, ২০১৮ সালের ফৌজদারি বিবিধ মামলায় জব্বলপুরের প্রধান আসন থেকে।

সি. ইউ. সিং, অনুপম লাল দাস, সিনিয়র অ্যাড., অরুণ সিওয়াচ, কুনাল চিমা, অনিরুদ্ধ সিং, কৃষ্ণনু বড়ুয়া, মিস ইলা শীল, আমজিদ মকবুল, মিস বিদুশি, অ্যাড. আপিলকারীর পক্ষে।

পার্থিব কে. গোস্বামী রাহুল কৌশিক, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন।

বিচারপতি পি মোহন এম শান্তনগৌদার,

১. অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২. বিশেষ অনুমতি দ্বারা এই আপিলটি জব্বলপুরের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ১১.০৪.২০১৮ তারিখের রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট (খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন), ভোপালের ০১.০৯.২০১৫ তারিখের আদেশ বাতিল করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ('সিআরপিসি') ধারা ৪৮২ এর অধীনে আপিলকারীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

৩. এই আপিলের জন্মদানকারী তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ আপিলকারী প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রী 'অরেঞ্জ ট্যামি সুগারলেস জেলি' ('জেলি')-র বিপণনকারী ছিলেন। জেলিটি পৃথকভাবে একটি ক্যাচেট ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড ('প্রস্তুতকারক') দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, যা আপিলকারী সত্তার সাথে সংযুক্ত নয়। ৩.১০.২০০৮-এ, উত্তরদাতা নং ২ খাদ্য পরিদর্শক, (খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন, ভোপাল জেলা থেকে) ভোপালের ভালেচা এন্টারপ্রাইজেস পরিদর্শন করেছিলেন, যা -এর মালিক।

যা একজন শ্রীমান দীনেশ ভালেচা ('খুচরো বিক্রেতা')। উত্তরদাতা নং ২ খুচরো বিক্রেতার কাছ থেকে ৩৫০ গ্রাম ওজনের জেলির তিনটি কোম্পানি প্যাকড জার কিনেছিলেন এবং উক্ত নমুনাগুলি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রাজ্য খাদ্য পরীক্ষা পরীক্ষাগার ('রাজ্য পরীক্ষাগার') এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ, ভোপালে জমা করা হয়েছিল। এই পর্যায়ে, খুচরো বিক্রেতার কাছে আপিল/বিপণনকারীর কাছ থেকে ক্রয়ের রসিদ ছিল না এবং বলেছিলেন যে তারা পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরদাতা নং ২-এর আগে এটি তৈরি করবে।

স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ২৬.১১.২০০৮ তারিখের চিঠির মাধ্যমে উত্তরদাতা নং ২-কে জানায় যে, পাবলিক অ্যানালিস্ট, স্টেট ল্যাবরেটরির রিপোর্টে জেলির নমুনায় 'চিনি' পাওয়া গেছে, তাই জেলির ব্র্যান্ডিং খারাপ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই চিঠির অনুসরণেই, উত্তরদাতা নং ২ আরও প্রশ্ন করেছিলেন এবং খুচরো বিক্রেতা একটি রসিদ উপস্থাপন করেছিলেন যা দেখায় যে জেলিটি আপিলকারীর কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ২ স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং আপিল সংস্থার ইন্দোর শাখায় একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, আবেদনকারীর ম্যানেজার/ডিরেক্টর/অংশীদার বা মনোনীত ব্যক্তির বিষয়ে তথ্যের জন্য। তবে, উত্তরদাতাদের দাবি অনুযায়ী, আপিলকারী এই প্রশ্নের জবাব দেননি এবং চিঠিটি ফেরত পেয়েছেন। উত্তরদাতা নং ১-এর প্রচেষ্টা। ২ উপ-পরিচালক, খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন এবং কমিশনার, নগর নিগম, ইন্দোরের কার্যালয় থেকে আপিলকারী সম্পর্কে তথ্য পেতেও ব্যর্থ হয়েছে।

ফলস্বরূপ, ২ নং প্রত্যর্থী ভোপালের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪ (১৯৫৪ আইন)-এর ২ (১x) (জি) এবং ৭ (১১) ধারার সাথে পঠিত ১৬ (১) (এ) (১১) ধারার অধীনে একটি ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করার অপরাধের জন্য অভিযোগ দায়ের করেন। বিচার চলাকালীন, রাষ্ট্রপক্ষের প্রমাণ শেষ হওয়ার পরে, খুচরো বিক্রেতা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৫ ধারার অধীনে প্রতিরক্ষার জন্য নিজেকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে, খুচরো বিক্রেতা ১৯৫৪ সালের আইনের ২০ এ ধারার অধীনে আবেদনকারীকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করার জন্য আবেদন করেছিলেন, যা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট (খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন), ভোপাল দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। তাই আপিলকারী উক্ত আদেশ বাতিল করার জন্য সিআরপিসির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

উচ্চ আদালত বিতর্কিত রায়ে বলেছিল যে প্রথমত, ১৯৫৪ সালের আইনের ৭ ধারার অধীনে অপরাধের একটি উপাদান ছিল না। অতএব আপিলকারী এই প্রতিরক্ষাটি কাজে লাগাতে পারেনি যে যেহেতু তারা কেবল জেলির বিপণনকারী ছিল, তাই তারা এর উপাদানগুলি সম্পর্কে গোপনীয় ছিল না। দ্বিতীয়ত, আপিলকারী সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরি দ্বারা নমুনাটি পুনরায় পরীক্ষা করার অধিকারের সুবিধা নিতে পারত না।

("কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার") ১৯৫৪ সালের আইনের ১৩ (২) ধারার অধীনে একই/শুধুমাত্র একটি 'ভেজাল' খাদ্য সামগ্রীর বিক্রেতার জন্য উপলব্ধ ছিল এবং 'ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত' নয়। অতএব উক্ত অধিকার অস্বীকার করা আপিলকারীর বিরুদ্ধে মামলাটিকে পক্ষপাতদুষ্ট করবে না।

তৃতীয়ত, আপিলকারীকে সহ-অভিযুক্ত হিসাবে সাজানোর ক্ষেত্রে ৫ বছরের বিলম্বও মারাত্মক হবে না কারণ উত্তরদাতা নং ২ আবেদনকারীর সাথে যোগাযোগ করার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্ব এড়াতে আপিলকারীর নাম সম্ভবত বাদ দেওয়া হয়েছিল। সবশেষে, ২০এ ধারার অধীনে আবেদনটি রক্ষণযোগ্য ছিল কারণ আদালত প্রসিকিউশন সহ উভয় পক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারে যে কোনও খাদ্য সামগ্রীর পরিবেশক/ব্যবসায়ীও অপরাধের সাথে সম্পর্কিত এবং এই জাতীয় প্রমাণ কেবল আবেদনকারীর দ্বারা জমা দেওয়ার দরকার নেই। যে কোনও ক্ষেত্রে আবেদনকারী/খুচরা বিক্রেতা অভিযোগ দায়ের করার আগে তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাই হাইকোর্ট সিআরপিসির ৪৮২ ধারার অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে এবং ০১.০৯.২০১৫ তারিখের অভিযোগ আদেশ বাতিল করতে অস্বীকার করেছে। তবে, এই আদালত এই আপিলের "বিচারাধীনতার" সময় আপিলকারীর বিরুদ্ধে ট্রায়াল কোর্টে কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

৪. আপিলকারীর অভিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, মিঃ সি. ইউ. সিং যুক্তি দিয়েছিলেন যে ২০এ ধারার অধীনে অভিযোগ দায়েরের আবেদনটি শুরুতে রক্ষণযোগ্য ছিল না কারণ এই জাতীয় আবেদন কেবল এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা করা যেতে পারে যিনি খাদ্যের 'প্রস্তুতকারক, পরিবেশক বা ব্যবসায়ী' নন এবং খুচরো বিক্রেতাকে 'প্রস্তুতকারক, পরিবেশক বা ব্যবসায়ী' বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যাই হোক না কেন, ১৯৫৪ সালের আইনের পাশাপাশি বীজ আইন, ১৯৬৬ এবং কীটনাশক আইন, ১৯৬৮-এর মতো অনুরূপ আইনগুলির সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলির একটি ধারা হিসাবে বলা হয়েছে যে, যেখানে কোনও অভিযুক্তকে বিলম্বের কারণে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার পরীক্ষাগার দ্বারা নমুনা পুনরায় পরীক্ষা করার বিধিবদ্ধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, সেখানে এই ধরনের অস্বীকার অপরাধের বিচারকে নিরর্থক করে তুলবে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ১৯৫৪ সালের আইনের ১৩ (২) ধারার অধীনে অধিকার 'ভেজাল' খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; তাই আবেদনকারীকে অভিযুক্ত করার আদেশ বাতিলযোগ্য।

আরও, আপিলকারীকে অভিযুক্ত করতে বিলম্বের জন্য উত্তরদাতাদের অবহেলাকে দায়ী করা হয়েছিল কারণ জেলির প্যাকেজিংয়ের লেবেলটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে তাদের নিবন্ধিত অফিস মুম্বাইতে ছিল যেখানে উত্তরদাতাদের যোগাযোগগুলি তাদের ইন্দোর শাখায় সম্বোধন করা হয়েছিল যা একটি পুরানো ঠিকানা।

অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি জোর দিয়েছিলেন যে ধারা ১৩ (২)-এর একটি সরল পাঠ দেখায় যে এর অধীনে উপলব্ধ অধিকার কেবল 'ভেজাল' খাবারের নমুনার ক্ষেত্রে। যেখানে ১৯৫৪ সালের আইনের অন্যান্য বিধানগুলিতে, যেখানে একটি বিধান ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়, সেখানে 'ভেজাল' শব্দটির পরে 'মিসব্র্যান্ডেড' শব্দটি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার দ্বারা পুনরায় পরীক্ষার আওতা থেকে ভুল ব্র্যান্ডিং বাদ দেওয়ার আইনী অভিপ্রায় স্পষ্ট। আরও যে, জেলির প্যাকেজিংয়ে বলা হয়েছে যে, আবেদনকারীর কার্যালয় মুম্বাইতে ছিল, কিন্তু খুচরো বিক্রেতার দ্বারা উত্তরদাতা আই. ডি. ১ ইন্সপেক্টরের সামনে উপস্থাপিত খাদ্য অনুজ্ঞাপত্রে দেখানো হয়েছে যে, তাদের ঠিকানা ইন্দোরে ছিল এবং ৪৮২ ধারার অধীনে আবেদনকারীর আবেদনের কারণ শিরোনাম, সি. আর. পি. সি-তে বলা হয়েছে যে, তাদের শাখা অফিস/উৎপাদন ইউনিট ১ ইন্দোর-এ অবস্থিত; তাই আবেদনকারীকে প্ররোচিত করতে বিলম্বের জন্য তাদের দোষ দেওয়া যাবে না। যে কোনও ক্ষেত্রে, একটি অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতা কম প্রয়োগ করতে হবে, এবং বিচারের পর্যায়ে তাদের নির্দোষতা প্রমাণ করার জন্য আবেদনকারীর জন্য এটি উন্মুক্ত ছিল।

৫. শুরুতে, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ২০এ ধারার অধীনে কোনও আবেদন কোনও খুচরো বিক্রেতার দ্বারা করা যেত না বলে আপিলকারীর যুক্তি বিভ্রান্তিকর। ১৯৫৪ সালের আইনের বিধানগুলি কোনও খাদ্য সামগ্রীর 'বিক্রেতা' এবং 'প্রস্তুতকারকের' মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করে। ২০এ ধারার আসল উদ্দেশ্য হল আদালতকে খাদ্য সামগ্রীর বিক্রেতার বিচারের সময় প্রস্তুতকারক বা পরিবেশককে জড়িত করতে সক্ষম করা, যাতে সরবরাহ শৃঙ্খলার সমস্ত পর্যায়ে ভেজাল সনাক্ত ও শাস্তি দেওয়া যায়। স্বীকারযোগ্যভাবে, খুচরো বিক্রেতা এবং আপিলকারীকে একটি যৌথ বিচারে বিচার করার উদ্দেশ্যে প্রসিকিউশনকে প্রমাণ করতে হতে পারে যে, তারা একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নিয়েছে যে ভগবান দাস জগদীশ চন্দর বনাম দিল্লি প্রশাসন, (১৯৭৫) ১ এস. সি. সি ৮৬৬-এ এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত জেলি খাদ্য হিসাবে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো উচিত। তবে, আমরা দেখতে পাই যে এই প্রশ্নটি ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের অপরাধের জন্য আপিলকারীকে নিছক প্ররোচিত করার পর্যায়ে দেখার দরকার নেই।

এটি লক্ষ করা প্রাসঙ্গিক যে ভগবান দাস জগদীশ চন্দর,-এম. এইচ. বেগ জে. তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে আবেদনকারী পরিবেশকের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এই ভিত্তিতে যে মামলা শুরু হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে, আপিলকারীর পক্ষে পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনের সঠিকতাকে চ্যালেঞ্জ করা কঠিন হবে। অতএব আমাদের বিবেচনার জন্য যে প্রাথমিক সমস্যাটি উত্থাপিত হয় তা হল কেন্দ্রীয় দ্বারা জেলির নমুনা পরীক্ষা করার অধিকার অস্বীকার করা হয় কিনা।

১৯৫৪ সালের আইনের ১৩ (২) ধারার অধীনে গবেষণাগার 'ভুল ব্র্যান্ডিং'-এর অপরাধের জন্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল/বাতিল করার অধিকার দেবে?

৬. আপিলের সাথে জড়িত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকে ফিরে যাওয়ার আগে, ১৯৫৪ সালের আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি উল্লেখ করা দরকারী হতে পারে। ১৯৫৪ সালের আইনের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবরণীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এটি কার্যকর হওয়ার আগে, খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল প্রতিরোধের বিষয়ে অসংখ্য রাজ্য আইন ছিল তবে এগুলিতে অভিন্নতার অভাব ছিল। তাই একটি কেন্দ্রীয় আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি অভিন্ন পদ্ধতি এবং একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগার গঠনের ব্যবস্থা করতে পারে, যেখানে বিতর্কিত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মতামতের জন্য খাদ্যের নমুনা পাঠানো যেতে পারে।

১৯৫৪ সালের আইনের ৮ নং ধারায় একটি নির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকায় খাদ্যের নমুনা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক পাবলিক অ্যানালিস্ট নিয়োগের বিধান রয়েছে। ৯ নং ধারায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগের, যেখানে খাদ্য সামগ্রী তৈরি বা বিক্রি করা হয় সেই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিদর্শন করার এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় এমন খাদ্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার বিধান রয়েছে। ধারা ১৪এ খাদ্য সামগ্রীর বিক্রেতাদের সেই ব্যক্তির নাম এবং অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করার নির্দেশ দেয় যার কাছ থেকে খাদ্য সামগ্রী কেনা হয়েছিল, ১ যদি খাদ্য পরিদর্শকের প্রয়োজন হয়।

ধারা ১১-এ বিশ্লেষণের জন্য খাদ্যের নমুনা নেওয়ার সময় খাদ্য পরিদর্শকদের অনুসরণ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে পদ্ধতির প্রথম ধাপটি অবিলম্বে ঘটনাস্থলে অবহিত করা, কেবল বিক্রেতাকেই নয়, সেই ব্যক্তিকেও যার বিবরণ ১৪এ ধারার অধীনে প্রকাশ করা হয়েছে (যার মধ্যে আপিলকারীর মতো একজন পরিবেশক/বিপণনকারী অন্তর্ভুক্ত থাকবে), যে একটি নমুনা বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হচ্ছে। নমুনাটি তখন তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়-যখন প্রথম অংশটি পাবলিক অ্যানালিস্টের কাছে পাঠানো হয়, অন্য দুটি অংশ স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয় আকস্মিকতা হিসাবে প্রথম অংশটি হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের আইনের ১৩ নং ধারায় পাবলিক অ্যানালিস্ট তাদের প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পরে পরবর্তী পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ

> (১) পাবলিক বিশ্লেষক, নির্ধারিত ফর্মে, বিশ্লেষণের জন্য তাঁর কাছে জমা দেওয়া কোনও খাদ্যদ্রব্যের বিশ্লেষণের ফলাফল সম্পর্কে স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষকে একটি প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিশ্লেষণের ফলাফলের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ, যাঁদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্যের নমুনা নেওয়া হয়েছে এবং যাঁদের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিবরণ ১৪এ ধারার অধীনে প্রকাশ করা হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পর, বিশ্লেষণের ফলাফলের প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের, ক্ষেত্রমত, কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগারের কাছে প্রেরণ করবে, যাতে এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা জানাবেন যে, যদি তা ইচ্ছা হয়, তবে তাঁরা উভয়েই খাদ্যদ্রব্যের নমুনা পাওয়ার জন্য প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে দশ দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করতে পারেন।

(২বি) উপ-ধারা (২এ)-এর অধীনে স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নমুনার অংশ বা অংশ প্রাপ্তির পর আদালত প্রথমে নিশ্চিত করবে যে, ১১ ধারার উপ-ধারা (১)-এর দফা (বি)-তে প্রদত্ত চিহ্ন ও সীলমোহর বা বন্ধন অক্ষত রয়েছে এবং স্বাক্ষর বা আঙুলের ছাপ, যে ক্ষেত্রেই হোক, তাতে কোনও কারচুপি করা হয়নি এবং অংশ বা নমুনার একটি অংশ তার নিজের সিলের নিচে কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগারের পরিচালকের কাছে প্রেরণ করবে, যিনি তারপর বিশ্লেষণের ফলাফল নির্দিষ্ট করে নমুনার অংশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফর্মে আদালতে একটি শংসাপত্র পাঠাবেন।

(৩) উপ-ধারা (২বি)-এর অধীনে কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগারের পরিচালক কর্তৃক জারি করা শংসাপত্রটি উপ-ধারা (১)-এর অধীনে পাবলিক অ্যানালিস্টের দেওয়া প্রতিবেদনকে ছাপিয়ে যাবে।

অতএব, ধারা ১৩-এর উদ্দেশ্য হল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া, যাদের বিরুদ্ধে পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে মামলা শুরু করা হয়েছে, যাতে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার দ্বারা প্রাসঙ্গিক খাদ্যের নমুনা আবার পরীক্ষা করা যায়। যেহেতু কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের প্রতিবেদনটি পাবলিক অ্যানালিস্টের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে, তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ফৌজদারি কার্যধারা থেকে খালাস দাবি করার এটি একটি মূল্যবান সুযোগ।

৭. উপরোক্ত বিধানগুলি থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সালের আইনের আওতায় অভিযুক্তদের ধারা ১১-এর অধীনে পূর্ব বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে যে, তাদের তৈরি এবং/অথবা বিক্রি করা কোনও খাদ্য সামগ্রীর নমুনা বিশ্লেষণের জন্য পাবলিক অ্যানালিস্টের কাছে পাঠানো হয়েছে।

তাদের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। ১৯৫৪ সালের আইনটি বর্তমান মামলার মতো পরিস্থিতি কল্পনা করে না যেখানে নমুনাটি বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়, এবং পাবলিক অ্যানালিস্টের রিপোর্টও প্রস্তুত করা হয়, তবে বিপণনকারীকে কয়েক বছর পরে জানানো হয় যে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে, পচনশীল প্রকৃতির খাদ্যদ্রব্য সম্ভবত কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে পুনরায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো অক্ষম হবে।

এইভাবে, এই আদালত দিল্লি পৌর কর্পোরেশন বনাম ঘিসা রাম, এ. আই. আর ১৯৬৭ এস. সি ৯৭০ মামলায় নিষ্পত্তি করেছে যে, যেখানে মামলা দায়ের করতে অত্যধিক বিলম্বের ফলে ১৩ (২) ধারার অধীনে অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে, এটি অভিযুক্তদের প্রতি গুরুতর কুসংস্কার সৃষ্টি করেছে বলে মনে করা হয় যাতে পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। গিরিশভাই দহিয়াভাই শাহ বনাম সি. সি-তে। জানু, (২০০৯) ১৫ এস. সি. সি. ৬৪, এই আদালত নিশ্চিত করেছে যে অভিযুক্তের কাছে পাবলিক অ্যানালিস্টের একটি প্রতিবেদন পাঠাতে বিলম্ব, যেমন তিনি ১৯৫৪ সালের আইনের ১৩ (২) ধারার অধীনে পুনরায় পরীক্ষার জন্য আবেদন করার মতো অবস্থানে নেই, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার অধিকারী হবে। তবে উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি ভেজাল সরলীকরণকারী অপরাধের সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িত ক্ষেত্রে ধারা ১৩ (২) মেনে না চলার পরিণতির প্রশ্নটিকে স্পর্শ করেনি।

যাইহোক, ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ২ (১এ) যা 'ভেজাল' সংজ্ঞায়িত করে এবং ধারা ২ (১এক্স) যা 'মিসব্র্যান্ডেড' সংজ্ঞায়িত করে, যদি আমরা দেখতে পাই যে দুটি বিধানের মধ্যে একটি ওভারল্যাপ রয়েছে। ধারা ২ (১এ) (এ) 'ভেজাল' সংজ্ঞার মধ্যে এমন একটি মামলা অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে কোনও খাদ্য সামগ্রী 'প্রকৃতি, পদার্থ বা গুণমানের নয় যা এটি বোঝায় বা প্রতিনিধিত্ব করে।' যেখানে ধারা ২ (১) (এক্স) (জি) 'মিসব্র্যান্ডেড' সংজ্ঞার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত করেঃ

> "যদি প্যাকেজটি বা প্যাকেজের লেবেলটিতে উপাদান বা পদার্থ সম্পর্কিত কোনও বিবৃতি, নকশা বা যন্ত্র থাকে, যা কোনও নির্দিষ্ট উপাদানে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর হয়; অথবা যদি প্যাকেজটি তার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অন্যথায় প্রতারণামূলক হয়।

অতএব, উদাহরণস্বরূপ, ক্ষেত্রে যেখানে এটি পাওয়া যায় যে একটি খাদ্য সামগ্রীতে একটি অতিরিক্ত উপাদান রয়েছে যা তার প্যাকেজিংয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না, বা তদ্বিপরীত, যেখানে একটি খাদ্য সামগ্রীতে এমন একটি উপাদান অনুপস্থিত পাওয়া যায় যা নিবন্ধটির লেবেলিং/প্যাকেজিংয়ে তার বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়; অথবা যেখানে খাদ্য নিবন্ধটি ব্যবহার করেছে।

একটি নিম্নমানের বিকল্প কিন্তু লেবেলিং উচ্চতর মানের মূল উপাদান ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে, এটি ভেজাল এবং ভুল ব্র্যান্ডিং উভয়ের ক্ষেত্রেই হবে।

এটি উদাহরণের একটি সম্পূর্ণ তালিকা নয়, তবে এটি বলার জন্য যথেষ্ট যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, এমনকি 'ভুল ব্র্যান্ডিং'-এর অপরাধ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেও, ১৯৫৪ সালের আইনের ১১-১৩ ধারার অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পণ্যটির নমুনা নিতে হবে। এর কারণ হল, এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক, বিপণনকারী বা বিক্রেতা খাদ্য সামগ্রীতে কোনও প্রতারণামূলক লেবেল/প্যাকেজ রেখেছেন কি না, এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হবে না, এর বিষয়বস্তুতে কোনও ভেজাল হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের না করে।

৮. তারপর যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল, যে ক্ষেত্রে 'ভুল ব্র্যান্ডিং' প্রমাণ করার জন্য প্রাসঙ্গিক খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন, কিন্তু 'ভেজালের' সংশ্লিষ্ট অভিযোগ করা হয়নি, সেই ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে? দুর্ভাগ্যবশত ধারা ১৩ (২) এই বিষয়ে নীরব। এটি বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার একটি স্থির নীতি যে দণ্ডবিধির কোনও অস্পষ্টতা অভিযুক্তের পক্ষে ব্যাখ্যা করতে হবে। একদিকে 'ভুল ব্র্যান্ডিং'-এর অপরাধ প্রমাণের জন্য ধারা ১৩ (১)-এর অধীনে পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করা এবং অন্যদিকে দাবি করা যে অভিযুক্তরা ধারা ১৩ (২) এবং ১৩ (৩) অনুসারে উক্ত প্রতিবেদনকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার নিতে পারে না কারণ এটি 'ভেজালের' ঘটনা নয়। এই পরিস্থিতিতে, ধারা ১৩ (২)-এর 'ভেজাল' শব্দটিকে 'ভুল ব্র্যান্ডিং' সহ পড়তে হবে যতদূর পর্যন্ত এটি সংশ্লিষ্ট খাদ্য সামগ্রীর উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত, এবং ধারা ১৩-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি তাদের সম্পূর্ণতার সাথে মেনে চলতে হবে।

অতএব, আমরা বিবেচনা করছি যে, যেখানে খাদ্যের উপাদান/উপাদানগুলির পরীক্ষা অপরাধ 'ভুল ব্র্যান্ডিং' প্রমাণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেখানে ১৯৫৪ সালের আইনের ১১-১৩ ধারার অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে, তা 'ভেজালের' অভিযোগ থাকুক বা না থাকুক। এর মধ্যে ১৩ (২) ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার থেকে দ্বিতীয় মতামত পাওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একই পরীক্ষা ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে নির্ধারিত অন্য যে কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যার জন্য জরিমানা নির্ধারিত হয়েছে।

এটা বলার প্রয়োজন নেই যে এই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে না যদি অপরাধ প্রমাণ করার জন্য খাদ্য সামগ্রীর নমুনা নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এর জন্য

উদাহরণস্বরূপ, যদি অপরাধটি ধারা ২ (১x) (এইচ) এর অধীনে কোনও কাল্পনিক ব্যক্তি/বা সংস্থার নাম বহন করে 'নিবন্ধটির প্রস্তুতকারক বা প্রযোজক' হিসাবে থাকে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে আসল প্রস্তুতকারক প্রতারণামূলকভাবে তাদের পরিচয় গোপন করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ প্রমাণ করার জন্য খাদ্য সামগ্রীর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

৯. বর্তমান মামলায় উপরোক্ত পরীক্ষাটি প্রয়োগ করে, এটি দেখতে হবে যে প্রথমে, আপিলকারী ধারা ১৩ (২) এর অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার দ্বারা জেলির পরীক্ষার জন্য আবেদন করার অধিকারী ছিলেন কিনা; দ্বিতীয়ত, অধিকার অস্বীকার করা উত্তরদাতাদের দোষ ছিল কিনা এবং তৃতীয়ত, এই ধরনের অস্বীকার আপিলকারীর মামলার পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট কিনা। প্রথম পয়েন্টের ক্ষেত্রে, উত্তরদাতারা পাবলিক অ্যানালিস্টের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করেছেন যা বলে যে জেলিতে "চিনি/সুক্রোজ" রয়েছে, যাতে ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ২ (ix) (জি) এর অধীনে ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য একটি অভিযোগ দায়ের করা যায়। কারণ প্যাকেজিংয়ের লেবেল দাবি করে যে জেলি ১-এর 'চিনিহীন'। অতএব, জেলির নমুনায় 'চিনি' একটি উপাদান হিসাবে রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে পাবলিক অ্যানালিস্টের অনুসন্ধান আপিলকারীর বিরুদ্ধে 'ভুল ব্র্যান্ডিং'-এর অপরাধ প্রমাণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, আপিলকারীর জেলির নমুনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার থেকে দ্বিতীয় মতামতের জন্য ধারা ১৩ (২) এর অধীনে আবেদন করার সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল।

দ্বিতীয় পয়েন্টের ক্ষেত্রে, আমরা মনে করি যে ১৯৫৪ সালের আইনের ১৪এ ধারার অধীনে জেলির বিপণনকারী সম্পর্কে খুচরো বিক্রেতার কাছে প্রশ্ন না করে উত্তরদাতা নং ২ ভুল করেছিলেন, যেমনটি তিনি ১৯৫৪ সালের আইনের ১৪এ ধারার অধীনে করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। যদি তিনি তা করতেন, তবে আপিলকারীকে ২০০৮ সালেই অবহিত করা যেত যে জেলির বিপণন বিশ্লেষণের জন্য নেওয়া হচ্ছে। এমনকি যদি এই ত্রুটিটি ক্ষমা করা হয়, একবার খুচরো বিক্রেতা উত্তরদাতাদের জানিয়েছিলেন যে আপিলকারী জেলির বিপণনকারী ছিলেন, তবে তাদের ১৩ (২) ধারা অনুসারে জেলির নমুনায় পাওয়া কথিত অনিয়মের বিষয়ে আপিলকারীকে অবহিত করার জন্য আরও প্রচেষ্টা করা উচিত ছিল। আমরা উত্তরদাতাদের জমা দেওয়ার মধ্যে যোগ্যতা খুঁজে পাই না যে আপিলকারীকে অবহিত করতে বিলম্বের কারণ ছিল আবেদনকারী ইচ্ছাকৃতভাবে নোটিশ পরিষেবা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি খুচরো বিক্রেতার দ্বারা উপস্থাপিত ঠিকানাটি আপিলকারীর ইন্দোর শাখার হলেও, জেলির প্যাকেজিংয়ের লেবেলটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে যোগাযোগের জন্য সরকারী ঠিকানা হবে "আলকেম হাউস, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই-৪০০০১৩"। তাই ইন্দোর শাখা থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া না পেলেও, উত্তরদাতারা জনসাধারণের বিবরণ পাঠানোর চেষ্টা করতে পারতেন।

আপিলকারীর মুম্বাইয়ের ঠিকানায় বিশ্লেষকের প্রতিবেদন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে আপিলকারী উত্তরদাতাদের অবহেলার কারণে ধারা ১৩ (২) এর অধীনে জেলির নমুনা পুনরায় পরীক্ষা করার সুযোগ হারিয়েছেন।

পরিশেষে, তৃতীয় পয়েন্টের ক্ষেত্রে, এটি সত্য যে ধারা ১৩ (২) মেনে না চলা প্রতিটি ক্ষেত্রে মারাত্মক হবে না, যদি এটি পাওয়া যায় যে নমুনাটি এখনও বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত (টি. ভি. উসমান বনাম খাদ্য পরিদর্শক, তেল্লিচেরি পৌরসভা, তেল্লিচেরি, (১৯৯৪) ১ এস. সি. সি ৭৫৪)। তবে উত্তরদাতারা বিতর্ক করেননি যে জেলির নমুনার শেলফ লাইফ সম্ভবত এই পর্যায়ে শেষ হয়ে যেত। তাই আমরা দেখতে পাই যে ধারা ১৩ (২) এর অধীনে তাদের মূল্যবান অধিকার অস্বীকার করার কারণে আপিলকারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা।

১০. আপিল অনুমোদিত, এবং ১১.০৪.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং ০১.০৯.২০১৫ তারিখের অভিযোগ আদেশ উপরোক্ত শর্তাবলীতে বাতিল করা হয়েছে।

দেবিকা গুজরালের আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu